দৈনিক বাংলা

001

তারিখ ... 11.2.85 ...
পৃষ্ঠা ... 5 ... কলাম ... 1 ...

ছাত্র অসন্তোষ

প্রেসিডেন্ট এরশাদ শুধু ছাত্রদের দায়ী না করে ছাত্র অসন্তোষের মূল কারণ নির্ণয় করার জন্যে আহবান জানিয়েছেন। তার সঙ্গে সাক্ষাৎকারী শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজের শিক্ষক ও কর্মচারীদের একটি প্রতিনিধিদলের সঙ্গে আলোচনাকালে তিনি আরও বলেন, শিক্ষাঙ্গনে সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখার জন্য এই অসন্তোষের কারণ দূর করতে আমাদের সকলকে নিরলসভাবে সচেষ্ট থাকতে হবে।

আমাদের শিক্ষাঙ্গন যে আজ অস্থির, সেখানে যে বিশৃংখলা—যার সামান্য দৃষ্টিশক্তি ও বোধশক্তি আছে, তাকেই একথা স্বীকার করতে হবে। ছাত্রদের লেখাপড়া বিঘ্নিত হচ্ছে, শিক্ষিত জনশক্তি গড়ার কাজে আমরা পিছিয়ে পড়ছি। এই দুঃখজনক পরিস্থিতি তৈরী হওয়ার পেছনে অনেকগুলি কারণের একটি ছাত্রদের অসন্তোষ। এই অসন্তোষের ফলে শিক্ষার সর্বনাশ হয়েছে, শিক্ষাঙ্গনে ও ছাত্রাবাসে লেখাপড়ার পরিবেশ নষ্ট হয়েছে এবং নষ্ট হয়েছে অনেক ছাত্রছাত্রীর মূল্যবান জীবন। এমন কি বহু ছাত্রছাত্রীর প্রাণহানিও ঘটেছে, অনেকে হয়েছে পঙ্গু। বড় কথা, শিক্ষামানের অবনতি ঘটছে এবং শিক্ষা সংস্কার ও উন্নয়নের প্রচেষ্টা বিঘ্নিত হচ্ছে। এ কারণেই অভিভাবক, চিন্তাবিদ, সরকার, বিরোধী দল সবাই শিক্ষা সংস্কারের কথা জোর দিয়ে বলছেন।

ছাত্র অসন্তোষের কারণগুলি যেমন ব্যাপক, তেমনি অনেক গভীরে প্রোথিত এর শিকড়। বাইরের প্রভাব, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ছাত্রদের ব্যবহার, নিয়ম-শৃংখলার ঢিলেমি, ছাত্র নামধারী মস্তানদের তৎপরতা, বিভিন্ন মহলের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রশ্রয় ইত্যাদিই রয়েছে ছাত্র অসন্তোষের পেছনে। অন্তত অশুভ ও মারদাঙ্গা রাজনীতির শনির গ্রাস থেকে যদি ছাত্রসমাজ ও শিক্ষাঙ্গনকে মুক্ত করা যায়, তাহলে ছাত্রদের অসন্তোষ অনেকখানি দূর হবে, শিক্ষাঙ্গনে ফিরে আসবে স্বাভাবিক পরিবেশ। শিক্ষাঙ্গনের প্রশাসনের দায়িত্ব পুরোপুরি সেখানকার কর্তৃপক্ষের হাতে ছেড়ে দিতে হবে।

জাতি ও ছাত্রসমাজের বৃহত্তর কল্যাণে আমরা চাই ছাত্র অসন্তোষ নির্মূল হোক, শিক্ষাঙ্গনে স্বাভাবিক ও সুন্দর পরিবেশ ফিরে আসুক। আমরা বিশ্বাস করি ; ছাত্রসমাজ, শিক্ষক, অভিভাবক, সরকার, রাজনৈতিক সংগঠন সবাই সম্মিলিত প্রচেষ্টা চালালে এই অভীষ্ট উদ্দেশ্য অর্জন করা কঠিন হবে না।